যুগান্তর

তারিখ: 22 JUL 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষা

ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সমস্যা

আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সমস্যা দিনদিনই বাড়ছে। প্রতি বছর ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস এলেই পত্রপত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন বের হয়। দেখা যায়, কিভাবে অভিভাবকরা তাদের সন্তানের জন্য ভর্তি ফরম পাওয়ার আশায় কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেটের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। যদিও বলা হয়, শিক্ষা প্রতিটি শিশুরই মৌলিক অধিকার। তথাপি অধিকাংশ স্কুলেই আবার ছেলে-মেয়েদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। দারুণ প্রতিযোগিতা করে শিশুদের ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। ভালো (?) স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য শিশুদের বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই প্রাইভেট পড়তে হয়। তা সত্ত্বেও বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই ভালো (?) স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও একই সমস্যা। গত ডিসেম্বরের আগে পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, রাজধানী ঢাকা শহরে প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি ছেলেমেয়ে তাদের অভিভাবকদের পছন্দ অনুযায়ী স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। অন্য এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগে মোট আসন আছে তিন হাজারের মতো কিন্তু ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর সংখ্যা দুই লাখেরও বেশি। এ থেকেই বোঝা যায়, সারাদেশে কেজি ক্লাস থেকে শুরু করে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে ভর্তি সমস্যা দিনদিনই প্রকটতর হচ্ছে। এখানে আমরা দেশে ভর্তি সমস্যা সমাধানকল্পে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই।

সমস্যার কারণসমূহ

১. প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে না, অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুপাতে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়ছে না। আবার অনেক স্কুল-কলেজে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের স্কুল-কলেজে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক ও অফিস স্টাফের দারুণ অভাব। ২. বিগত বছরগুলোতে সার্বজনীন শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়ায় এবং সন্তানদের স্কুলে পাঠানোর জন্য পিতা-মাতাদের উৎসাহিত করাতে স্কুলে পড়তে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে, বিশেষ করে মেয়েদের জন্য প্রাইমারি শিক্ষা অবৈতনিক করার ফলে স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে এবং লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রতিষ্ঠানে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। ৩. আগে কৃষিনির্ভর পরিবারের যথেষ্ট জমিজমা থাকার দরুন লেখাপড়ার দিকে পিতা-মাতা বা সন্তানদের বেশি আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে কৃষির ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করা অনেক পরিবারের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না বলে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অনেকটা প্রয়োজনের তাগিদেই পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। ৪. গ্রামের চেয়ে শহরে ভর্তি সমস্যা আরও প্রকট। বিগত বছরগুলোতে গ্রামে থেকে যারা শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছে তারা অনেকেই গ্রামে না থেকে স্থায়ীভাবে শহরে বাস করতে শুরু করেছে। তারা সবাই চায় ছেলে-মেয়েদের শহরে রেখে স্কুলে পড়াতে। ৫. কোন কোন সময় বিশেষ করে শহরাঞ্চলে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ভালো' বলে পরিচিতি লাভ করে। ফলে অনেকেই তাদের কোন একটিতে ছেলে বা মেয়েকে ভর্তি করাতে চান। এজন্য কিছু সংখ্যক স্কুল-কলেজের ওপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয়।

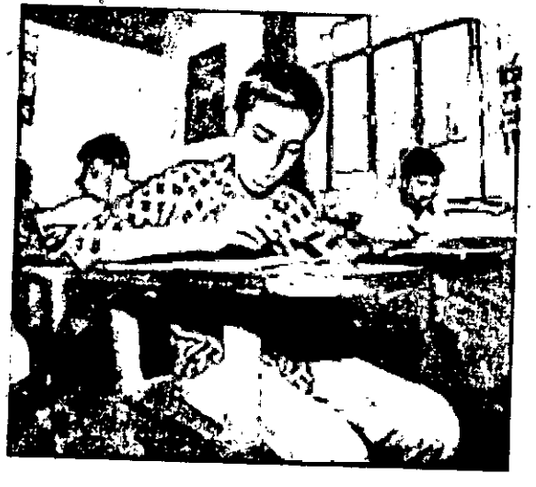

ভর্তি সমস্যার সমাধান

১. প্রয়োজন অনুযায়ী সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সংখ্যা ও প্রয়োজন বৃদ্ধির অনুপাতে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। ২. ধনী-গরিব নির্বিশেষে শিশুদের জন্য এলাকাভিত্তিক একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার ব্যবস্থা করা। এতে রাস্তার যানজট কমবে এবং মা-বাবার হয়রানিও কমবে। হাজার হাজার টাকা খরচ করে দূরবর্তী স্কুলে শিশুর যাতায়াতের জন্য টাকা ব্যয় করার চেয়ে বিত্তবানরা এলাকার স্কুলটিকেই সাহায্য দিয়ে উন্নত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন। এতে এলাকার উন্নতি হবে, শিশুদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য কম সময় ব্যয় হবে। এভাবে একদিকে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগ ও সমর্থন সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে। এ পদ্ধতিতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এলাকাভিত্তিক শিক্ষা হতে পারে। স্থানীয় প্রশাসন হিসেবে উপজেলা ও জেলা পরিষদ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ৩. বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় কারিগরি বিদ্যালয় ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোটেই যথেষ্ট নয়। সুতরাং এগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ভর্তি সমস্যা অনেকটা দূর হবে। স্কুল-কলেজ পাস করে অনেকেই আজ শিক্ষিত বেকারে পরিণত হচ্ছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সে সমস্যারও সমাধান দিত। স্কুল শিক্ষা শেষ করার পর বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ছাত্রদের তাদের প্রবণতা ও দক্ষতা অনুযায়ী ভর্তির ব্যবস্থা করলে সাধারণ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের চাপ কমবে। সাধারণ উচ্চশিক্ষা অতি মেধাবী ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত রাখাই শ্রেয়। ৪. আমাদের দেশে এইচএসসি কোর্সে ছাত্ররা প্রকৃতপক্ষে তিন বছর পড়াশোনা করে ২ বছর কলেজে এবং পরবর্তী ১ বছর কোচিং সেন্টারে। এতে ছাত্রদের সময় ও মেধা এবং অভিভাবকদের অর্থের অপচয় হয়। ৫. যেসব স্কুল বা কলেজে মাত্র এক শিফট আছে সেখানে একাধিক শিফট খোলার ব্যবস্থা করা।

৬. বর্তমানে যেসব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেগুলো যেন ভালোভাবে চলে তার ব্যবস্থা করা। সরকার এবং সমাজের সচ্ছল অংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিতে পারেন : ক. যেখানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই সেখানে উপযুক্ত অবকাঠামো তৈরি করে দেয়া। খ. যেখানে শিক্ষকের অভাব সেখানে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা। গ. যেসব শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা দক্ষতা কম তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। ঘ. শিক্ষকতা পেশার প্রতি শিক্ষকদের নিষ্ঠা, ভালোবাসা, আত্মনিয়োগ ও মোটিভেশন বৃদ্ধি করার জন্য প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে আদর্শ এবং উত্তম শিক্ষকের চিত্র তুলে ধরা। ঙ. স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকরা সম্মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনা করে স্কুলের উন্নতি ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারেন। চ. জীবনের পুনর্মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষক ও প্রশাসকমণ্ডলীর মধ্যে সঠিক মূল্যবোধ সঞ্চার করা। ৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা এবং সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য সুষ্ঠু কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। ৮. স্কুল পরিচালনায় স্থানীয় মাস্তান বা স্বার্থবাদী রাজনীতিবিদরা যেন প্রভাব বিস্তার করতে না পারে তার ব্যবস্থা নেয়া। বর্তমানে স্কুল বা কলেজের ম্যানেজিং কমিটিতে এমন অনেকের ঢুকে পড়ার সুযোগ আছে যাদের শিক্ষার অর্থ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভালো ধারণা নেই। কার্যত এরাই অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিজের রাজনৈতিক বা পারিবারিক স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন। ৯. বর্তমান ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতিতে মেধার সঠিক মূল্যায়ন হয় না। নম্বরভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। দশম শ্রেণী অথবা দ্বাদশ শ্রেণীর পরে পাবলিক পরীক্ষার পরিবর্তে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দশ বা বারো বছরের পড়াশোনার মূল্যায়ন হিসেবে পাঠোন্নতির বিবরণ প্রদান করবে সমাপনী সনদ হিসেবে। ওই পাঠোন্নতি সনদের ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করবে। ১০. শিক্ষাক্ষেত্রে যেসব দুর্নীতি চলছে তার অবসান ঘটানো। দুর্নীতির উদাহরণ : ডোনেশন নিয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোর রেওয়াজ, পরিদর্শনকালে ঘুষ না দিলে খারাপ রিপোর্ট দেয়া, বিল পাস করাতে গেলে ঘুষ দিতে বাধ্য করানো, সামান্য দস্তখতের জন্য অযথা প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হয়রানি করে সময় নষ্ট করা, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি। ১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করা। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি না। অতীতে অনেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক স্বার্থচিন্তা ছাড়াই নিজেদের টাকা-পয়সা দিয়ে ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। বর্তমানেও এ ধরনের ব্যক্তিরা উৎসাহ এবং জনসমর্থন পেলে এ কাজে এগিয়ে আসবেন বলে আমি মনে করি। অবশ্য শিক্ষা যেন কোনক্রমেই ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত হতে না পারে তার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করার দায়িত্ব এবং সেসব নীতি যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুসৃত হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। ১২. যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভালো শিক্ষার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে সেগুলোকে পরীক্ষামূলকভাবে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার ব্যবস্থা থাকলে অনেক সুফল পাওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি। এগুলোকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে অনেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গুণগত মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরু করতে পারে।

ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা সিএসসি : *অধ্যক্ষ, নটর ডেম কলেজ*